১৫ আগষ্ট ও মুক্তিযোদ্ধা ‘রেবেল’ কর্নেল শাফায়াত জামিল, বীর বিক্রম।

আমার আগের লেখা, ‘আগষ্টের ভাবনা ও বিবেকের তাড়না’ প্রকাশিত হবার পর অনেক পাঠক ই-মেইল করে ১৫ আগষ্ট ও পরর্বতীতে কর্নেল শাফায়াত জামিল এর ভূমিকা সম্পর্কে বিশদভাবে জানতে চেয়েছেন। তারই পরিপ্রেক্ষিতে এই লেখা।

সকাল আনুমানিক ৬.৩০ ১৫ আগষ্ট ১৯৭৫; অন্য দিনের মতই স্কুলে (ইউ ল্যাব) যাওয়ার জন্য তৈরী হচ্ছিলাম। আজকে বঙ্গবন্ধুর ঢাকা ইউনিভার্সিটি পরির্দশনের সময় আমাদের স্কুলেও কয়েক মিনিটের জন্য পরির্দশনের কথা (রাসেলের বাবা হিসাবে)। বাসায় অন্যদিনের মতই রেডিও চলছিল। সকাল ৭ টার বাংলা খবর শুনা, আব্বার অনেক দিনের পুরানো অভ্যাস।

হটাৎ রেডিও’তে শুনলাম মেজর ডালিমের সেই কুখ্যাত ঘোষনা। মেজর ডালিমের সেই প্রথম ঘোষনায় কিন্তু বঙ্গবন্ধু’কে হত্যার কথা বলা হয় নাই, শুধু মাত্র সরকার উৎখাতের কথা বলা হয়েছিল। যদিও লে. কর্নেল এম. এ হামিদ তার বইয়ে এবং আরও কিছু লেখক, লিখেছেন মেজর ডালিমের হত্যার ঘোষনার কথা! আমার মতে এই সব ভূল তথ্যের কারন, তারা কেউই নিজের কানে মেজর ডালিমের সেই কুখ্যাত ঘোষনা শুনেন নাই। সকাল ৭ টার বাংলা খবরেই প্রথম আমরা প্রথম শুনতে পেলাম “রাষ্ট্রপতি সপরিবারে নিহত হয়েছেন”। আমাদের বাসা (৩৩৯ এলিফেন্ট রোড) থেকে কয়েক বাসা দূরে (৩৩৬ এলিফেন্ট রোড) ছিল কর্নেল তাহের এর বাসা। কর্নেল তাহেরের বাসার সামনে দেখলাম অনেক লোকের আনাগোনা!

৭৫ এর পরর্বতী কয়েক বছর বঙ্গবন্ধু হত্যা প্রসংগে কিছু প্রকাশ করা তো দূরে থাক, আলোচনা করাও অনেকটা নিষিদ্ধ ছিল। ১৯৭৮ সালের দিকে আমার হাতে আসে ১৫ আগষ্ট এর উপর প্রকাশিত প্রথম বই, “মিড নাইট ম্যাসাকার ইন ঢাকা”; যা তখন আমাদের দেশে নিষিদ্ধ ছিল। এই বইটি ভারত থেকে প্রকাশিত হয়েছিল এবং বেশ কিছু তথ্য ছিল। এর পর পরই ভারত থেকে প্রকাশিত হয়েছিল আরো একটি বই, “ বিক্রমাদিত্যের ডায়েরী” যা আমার মতে স্রেফ কল্পনাপ্রসূত একটি রচনা।তারপর আশির দশকে প্রকাশিত হয় বিদেশীদের লেখা “বাংলাদেশ, আ লেগেসি অফ ব্লাড” আর “আনফিনিসড রেভ্যূলেশান” এর মত অনেক তথ্য সম্বৃদ্ধ বই। যা পরর্বতীকালে রেফারেন্স হিসাবে অনেক লেখকই ব্যাবহার করেছেন। **নব্বই দশক’এ প্রকাশিত হয়, ১৫ আগষ্টে ঢাকা সেনানিবাসে গুরুত্বর্পূন পদে র্কমরত অনেক সেনা অফিসার রচিত তথ্যর্নিভর বিভিন্ন বই। এই বইগুলিতে ১৫ আগষ্ট এর ঘটনাপ্রবাহের র্বননা দেওয়া হয়েছে। এই বইগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল;**

১। এক জেনারেলের নীরব সাক্ষ্য, স্বাধীনতার প্রথম দশক; মেজর জেনারেল মইনুল হোসেন চৌধুরী
২। বাংলাদেশঃ রক্তাক্ত অধ্যায় ১৯৭৫-৮১; ব্রিগেডিয়ার সাখাওয়াত হোসেন
৩। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ রক্তাক্ত মধ্য-আগষ্ট ও ষড়যন্ত্রময় নভেম্বর, কর্নেল শাফায়াত জামিল
৪। তিনটি সেনা অভ্যুথান ও কিছু না বলা কথা; লে. কর্নেল এম. এ হামিদ

এই চারটি বইয়ের লেখকই ৭৫ এর ১৫ আগষ্ট ঢাকা সেনানিবাসে অবস্থান করছিলেন এবং গুরুত্বর্পূন পদে র্কমরত ছিলেন। আর একটা কারন হচ্ছে এই চারজন অফিসারের কেউই এখন পযন্ত কোন রাজনৈতিক দলে যোগ দেন নাই। তাই তাদের ভাষ্য মোটামুটি নিরপেক্ষ ও বস্তুনিষ্ঠ বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে শুধুমাত্র কিছু ব্যাতিক্রম ব্যাতীত।

এই ব্যাতিক্রম এর মধ্যে লক্ষনীয় দিক হচ্ছে, লে. কর্নেল এম. এ হামিদ তার বইয়ে, তদানীন্তন ৪৬ ইনফ্যান্ট্রি ব্রিগেড কমান্ডার কর্নেল শাফায়াত জামিল সম্পর্কে নিরবিছিন্নভাবে বিষদাগার করার চেষ্টা করেছেন। বিশেষত, বঙ্গবন্ধু হত্যাকান্ড সংঘটিত হওয়ার পর পরই (সকাল ৬ টা থেকে দুপুর ১২ টা) খুনীদের বিরুদ্ধে কেন প্রতিরোধ তৈরী করা গেল না, সেই প্রসংগে। আমার মনে হয় ইতিহাসের স্বার্থে এই ব্যাপারে বিশদ আলোচনা হওয়া প্রয়োজন।

লে. কর্নেল এম. এ হামিদ অনেকবার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে কর্নেল শাফায়াত জামিল সম্পর্কে সন্দেহ সৃষ্টির আপ্রান চেষ্টা চালিয়েছেন এবং তার এই চেষ্টার উদ্দেশ্য ছিল প্রধানত দুইটি। এক, কর্নেল শাফায়াত জামিল এই হত্যাকান্ডের সময় রহস্যজনকভাবে (!) নিস্ক্রিয় ছিলেন; দুই ১৫ আগষ্ট সকালে তিনি প্রতিরোধ গড়ে তুলতে ব্যার্থ হয়েছিলেন কারন তিনি আপোষকামী ছিলেন!!

সত্যের সন্ধানেঃ এই প্রশ্নগুলি আমার মত অনেকের মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছে গত বেশ কয়েক বছর ধরে। তাই ১৫ আগষ্ট সকালে ৪৬ ইনফ্যান্ট্রি ব্রিগেড হেডকোর্য়াটার এর সাথে জড়িত সব তথ্য নিয়ে আমি আমার গবেষনা শুরু করি। লে. কর্নেল এম. এ হামিদ এর বক্তব্যের সর্মথনে কোন বক্তব্যই আমি অন্য কারো ভাষ্যে খুজে পাই নাই। বরং তৎকালীন ব্রিগেড মেজর,পরর্বতীতে ব্রিগেডিয়ার সাখাওয়াত হোসেন এর বক্তব্যে এবং পরর্বতীতে র্কনেল শাফায়াত জামিল'এর কার্যকলাপ'এই আমরা দেখতে পাই শাফায়াত জামিল এর সত্যিকারের অবস্থান।

তাই লে. কর্নেল এম. এ হামিদ এর বক্তব্যের র্নিভরযোগ্যতা এবং তার সততা নিয়ে আমার মনে যথেষ্ট সন্দেহের উদ্রেক হয়। আমি আমার পরিচিত সেনাবাহিনীর গুরুত্বর্পূন পদে র্বতমানে ও অতীতে র্কমরত অনেক সিনিয়ার অফিসারদের কাছে জানতে চেয়েছিলাম যে ১৫ আগষ্ট সকাল ৬ টার সময় (আনুমানিক) ঘটনা জানার পর শাফায়াত জামিল'এর একার পক্ষে কিছু করা সম্ভব ছিল কি না?

সবারই অভিন্ন মতামত ছিল, যে কোন ইউনিট'কে শান্তি অবস্থা থেকে যুদ্ধাবস্থা'য় প্রস্তুত করতে কমপক্ষে দুইঘন্টা সময়ের প্রয়োজন; এবং একই সাথে সেই সকালে কর্নেল ফারুকের নেতৃত্বে বেশ কয়েকটি ট্যাংক ৪৬ ইনফ্যান্ট্রি ব্রিগেড হেডকোর্য়াটার এর সামনে অবস্থান নিয়ে ফেলেছিল। যার ফলে সেই সকালে প্রস্তুতির জন্য প্রয়োজনীয় সময় কর্নেল শাফায়াত জামিল আর পান নাই। রহস্যজনকভাবে নিষ্ক্রিয়তা নয়, সঙ্গত কারনেই তার একার পক্ষে সেই দিন সকালে কোন প্রতিরোধ গড়ে তোলা সম্ভব হয়ে উঠে নাই ।

পাশাপাশি, সেই সকালে তদানীন্তন আর্মি চিফ জেনারেল সফিউল্লাহ ছিলেন বিভ্রান্ত এবং হতবুদ্ধি; তদানীন্তন আর্মি ডেপুটি চিফ জিয়া'র অবস্থান ছিল, ধরি মাছ, না ছুই পানি! একইসাথে পাকিস্তান প্রত্যাগত অফিসার ও সৈনিক'দের মধ্যে কয়েকজন বাদে প্রায় সকলেই এই অভ্যুথানের পক্ষে ছিলেন। সেই মূহুর্তে সেনাবাহিনীতে' কে শত্রু, কে মিত্র তা সত্যি বুঝার কোন উপায় ছিল না। ধীর-স্থির ও সবচেয়ে কুশলী বলে সমাধিক পরিচিত, সি জি এস, খালেদ মোশাররফের ভাষায়ও সেই দিনের পরিস্থিতি ছিল 'সর্ম্পূন ঘোলাটে'।

পরর্বতীতে ঘটনা প্রবাহে খালেদ মোশাররফের ধারনাই যে সঠিক, তা প্রমানিত হয়েছিল; খালেদ-শাফায়েত এর নিজস্ব ইউনিট বলে পরিচিত ৪ বেঙ্গলের কমান্ডিং অফিসার কর্নেল আমিনুল হক ছিলেন প্রকৃতপক্ষে জিয়ার প্রতি অনুগত। ৭ নভেম্বরের পর কর্নেল আমিনুল হক পদন্নতি পেয়ে ৪৬ ইনফ্যান্ট্রি ব্রিগেড কমান্ডার হিসাবে নিযুক্ত হন। তাই সেই মূহুর্তে ব্রিগেড কমান্ডার শাফায়াত জামিলের একার পক্ষে, শুধু মাত্র দুইটি ইনফ্যান্ট্রি ইউনিট নিয়ে, এয়ার সার্পোট ছাড়া, ট্যাংক ও আর্টিলারীর মুখোমুখই হওয়াটা হত, চরম বোকামি ও আত্যহত্যার'ই শামিল।

জেনারেল সফিউল্লাহ এবং জেনারেল জিয়া'র কোর্স মেইট, লে. কর্নেল এম. এ হামিদ এর এই রাগ বা বিদ্বেষ শুধুমাত্র কর্নেল শাফায়াত জামিল সম্পর্কেই সীমাবদ্ধ নয়, তার সমসাময়িক সবার প্রতি রয়েছে, তার এই রাগ বা বিদ্বেষ। ১৯৭৫ সালের পর যখন বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে অফিসারের চরম অভাব, র্কমরত সবাই কয়েক বছরের মধ্যে মেজর থেকে মেজর জেনারেল'এ উন্নীত হচ্ছিলেন, তখনও সেনাপ্রধান এবং প্রেসিডেন্ট জিয়ার ঘনিষ্ঠ বন্ধু (হামিদ সাহেবের ভাষায়, তুই তুই সর্ম্পক) হামিদ সাহেব, লেঃ কর্নেল এর উপরে উঠতে পারেন নাই! পেশাগত ব্যার্থতার কারনেই কি সবার প্রতি তার এই বিদ্বেশ (এমনকি ঘনিষ্ঠ বন্ধু জিয়াউর রহমান সহ)? তার উত্তর একমাত্র তিনিই দিতে পারবেন।

কর্নেল শাফায়াত জামিল, বীর বিক্রম সম্পর্কে অন্যদের বক্তব্যঃ ৪৬ ইনফেন্ট্রি ব্রিগেড'এর ততকালীন মেজর পদবির ষ্টাফ অফিসার, (পরর্বতীতে ব্রিগেডিয়ার) সাখাওয়াত হোসেন এর ভাষায়, "১৫ই আগষ্টের অভ্যূথ্যানকে প্রথম থেকেই শাফায়াত জামিল মেনে নিতে পারেননি। শুধু মাত্র সঠিক সময়ের অপেক্ষায় ছিলেন। পরর্বতীতে ৩রা নভেম্বরের পালটা অভ্যুথানের মূল চালিকা শক্তি হিসাবেই শাফায়াত জামিল তা প্রমান করে দেন। কিন্তু তার র্ঊধতন কমান্ডারের কোন দিক র্নিদেশনা না থাকাতে তার চুপ করে হজম করা ছাড়া আর কিছুই করনীয় ছিলনা। ১৫ই আগষ্টের ডালিমের রেডিও ঘোষনার পর কুমিল্লায় ৪৪ ব্রিগেড অধীনস্থ ১ম ফিল্ড রেজিমেন্ট আর্টিলারীর অনেক সৈনিক ঢাকার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে পড়ে যা পরে শাফায়াত জামিলের হস্তক্ষেপে থামানো হয়"।

১৭ আগষ্ট আমি হেডকোর্য়াটারে রশীদ আর ফারুক সব সিনিয়ার অফিসারদের ব্রিফিং শুরু করলে শাফায়াত জামিলের দৃঢ়তার জন্য ওই ব্রিফিং সেশন শেষ করতে পারেন নি। অক্টোবরের মাঝামাঝি শাফায়াত জামিল নিশ্চিত হলেন যে, সেনা প্রধান মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান 'চেইন অফ কমান্ড' ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে কোন কার্য্যকর ব্যাবস্থা গ্রহন করতে চান না বা আরও সময় নিতে চান। "অক্টোবরের শেষের দিকে নিশ্চিত হলাম যে, শাফায়াত জামিল প্রয়োজন বোধে খালেদ মোশাররফকে নিয়েই কিছু একটা করতে যাচ্ছেন। তার লক্ষ্য ছিল সেনাবাহিনীতে শৃংখলা ফিরিয়ে আনা"।

ব্রিগেডিয়ার সাখাওয়াত হোসেন (৭৫ এ ষ্টাফ অফিসার, ৪৬ ইনফ্যান্ট্রি ব্রিগেড) এর র্বননা অনুযায়ী, "তাকে (কর্নেল শায়ায়াত জামিল) আমি অত্যন্ত স্পষ্টবাদী ও নীতিবান ব্যাক্তি হিসাবে আজ়ও শ্রদ্ধা করি। তার দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহনের ক্ষমতা ছিল। তবে মাঝে মধ্যে তাকে বেশ আবেগপ্রবন মনে হত"।

ব্রিগেড কমান্ডার শাফায়াত জামিলের অবস্থান সম্পর্কে সাখাওয়াত হোসেন এর এই বক্তব্য যে কত নিরপেক্ষ্য ও র্নিভূল ছিল তার সবচেয়ে বড় প্রমান হচ্ছে, খুনী ফারুক, রশীদ, ডালিম গং এই পযন্ত প্রকাশিত প্রতিটি সাক্ষাতকার বা বক্তব্যে র্কনেল শাফায়াত জামিল'কে অন্ধ মুজিব ভক্ত, একরোখা, আনকম্প্রোমাইজিং বলে অখ্যায়িত করেছেন। ১৫ আগষ্টে যখন বঙ্গবন্ধুর আওয়ামী লিগের র্দীঘদিনের রাজনৈতিক সহর্কমীরা খুনী মোস্তাকের মন্ত্রীসভায় যোগ দেয় তখন খুনী ফারুক, রশীদ, ডালিম গং এর পক্ষে শাফায়াত জামিল'কে অন্ধ মুজিব ভক্ত, একরোখা বলে মনে করাটাই স্বাভাবিক।

মেজর জেনারেল আমীন আহম্মদ চৌধুরী বীর বিক্রম এর মতে, "ঢাকার ব্রিগেড কমান্ডার র্কনেল শাফায়েত জামিল সরাসরি সেনাপ্রধান জেনারেল জিয়াকে প্রশ্ন করলেন, তিনি সেনাবাহিনী কমান্ড করছেন, নাকি ছয় মেজর বঙ্গভবন থেকে সেনাবাহিনী কমান্ড করছেন? র্কনেল শাফায়েত জামিল ১৫ আগস্ট ১৯৭৫ সালের ভোর থেকেই হত্যাসহ সেনা আইন ভঙ্গের অপরাধে ছয় মেজরকে অভিযুক্ত করে কাঠগড়ায় দাঁড় করাতে বদ্ধপরিকর ছিলেন।

ইতিহাস ও তৎকালীন পরিস্থীতি এবং সেনাবাহিনী সম্পর্কে অজ্ঞ, কিছু অন্ধ-আওয়ামী লিগ সর্মথক তদানীন্তন আর্মি চিফ জেনারেল সফিউল্লাহ'র উদ্ধৃতি দিয়ে থাকেন যে, "১৫ আগষ্ট সকালে তদানীন্তন আর্মি চিফ জেনারেল সফিউল্লাহ, ৪৬ ইনফ্যান্ট্রি ব্রিগেডের কমান্ডার র্কনেল শাফায়াত জামিল'কে 'এ্যকশান'এ যেতে বলেছিলেন এবং কিন্তু র্কনেল শাফায়াত জামিল প্রয়োজনীয় ব্যাবস্থা গ্রহন করেন নাই বা তার আদেশ কার্যকরী করেন নাই"!

এই বক্তব্য যে সর্ম্পূন বানোয়াট এবং জেনারেল সফিউল্লাহ'র নিজের ব্যর্থিতা ঢাকার অপচেষ্টা; তা জেনারেল সফিউল্লাহ'র সেই দিনের পরর্বতী কার্যকলাপই প্রমান করে। সেই সকালে তদানীন্তন আর্মি চিফ জেনারেল সফিউল্লাহ ভীতু ও কাপুরুষের মত, মেজর ডালিমের কাছে সেনাসদরে আত্মসর্মপন করেছিলেন। তদানীন্তন আর্মি চিফ জেনারেল সফিউল্লাহ আত্মসর্মপন করেই থেমে থাকেন নাই, ডালিমের সাথে রেডিও অফিসে গিয়ে, রেডিওর ভাষনে খুনী মোস্তাকের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেছিলেন। এই সব অন্ধ সর্মথকদের জানা উচিত যে, ১৫ আগষ্ট থেকে ৩রা নভেম্বর পর্যন্ত দিনগুলিতে আওয়ামী লীগের একজন নেতা, সর্মথক বা র্কমী'ও এই হত্যাকান্ডের বিরূদ্ধে কার্যকরী কোন প্রতিরোধ বা প্রতিবাদ'ও করেন নাই!

মোদ্দাকথা, ১৫ আগষ্ট সকালে সামরিক গোয়েন্দাদের (যার মূল দ্বায়িত্বে ছিলেন, পাকিস্তান প্রত্যাগত অফিসারগন) ব্যর্থিতার(!) পাশাপাশি মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহনকারী সিনিয়র অফিসারদের নিষ্ক্রিয়তার ফলে; র্কনেল শাফায়াত জামিল এর নেতৃত্বে ৪৬ ইনফ্যান্ট্রি ব্রিগেডের পক্ষ্য থেকে কোন প্রতিরোধ গড়ে তোলা সম্ভব হয় নাই।

কর্নেল শাফায়াত জামিল, বীর বিক্রম কখনোই এই অন্যায় মেনে নেন নি, শুধু মাত্র সঠিক সময়ের অপেক্ষায় ছিলেন। পরর্বতীতে ৩রা নভেম্বরের এই পাল্টা অভূথ্যান'এর মধ্য দিয়েই খুনী মোস্তাক ও তার সহযোগীদের অপসারন করা হয় ক্ষমতা ও বঙ্গভবন থেকে এবং ১৫ই আগষ্টের খুনীদের দেশ ছাড়তে বাধ্য করা হয়। ৩রা নভেম্বরের এই পাল্টা অভূথ্যান'এর নেপথ্যে, মূল নায়ক ছিলেন এই কর্নেল শাফায়াত জামিল, বীর বিক্রম। ৩রা নভেম্বরের এই পাল্টা অভূথ্যান'এর ফলে, খুনী মোস্তাক ও তার সহযোগীদের র্দীঘদিনের জন্য ক্ষমতায় থাকার সাধ ধুলিস্যাত হয়ে যায়।

১৫ আগষ্টে ৪৬ ইনফ্যান্ট্রি ব্রিগেড'এ র্কমরত ক্যাপ্টেন নজরুল, বীর প্রতীক, (পরর্বতীতে কর্নেল নজরুল অবসরপ্রাপ্ত এবং র্বতমানে সংসদ সদস্য); এর মতে কর্নেল শাফায়াত জামিল চাইলে ৩রা নভেম্বর'ই ক্ষমতা দখল করতে পারতেন, কিন্তু তিনি সংবিধান পুনঃপ্রতিষ্টা করতেই আগ্রহী ছিলেন।

পাদটীকাঃ বীর মুক্তিযোদ্ধা কর্নেল শাফায়াত জামিল বীর বিক্রম, ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে ছাত্রাবস্থায় ছিলেন ছাত্র ইউনিয়নের সর্মথক ছিলেন এবং ফজলুল হক হলের সাংস্কৃতিক সম্পাদক পদে নিব্বাচনে প্রতিদন্ধিতাও করেছিলেন। ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ, বীর উত্তম, ছিলেন ঢাকা কলেজ ছাত্র সংসদে ছাত্রলীগের পক্ষে নিব্বাচিত সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক। সেই সংসদে ভি পি ছিলেন, শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন ও জি, এস ছিলেন মওদুদ আহমেদ! তাই বোধহয় ১৫ আগষ্ট সকালে খালেদ মোশাররফ বলেছিলেন, "পরিস্থিতি সর্ম্পূন ঘোলাটে, কে শত্রু কে মিত্র বলা মুশকিল"!

তথ্যসূত্রঃ

১। এক জেনারেলের নীরব সাক্ষ্য, স্বাধীনতার প্রথম দশক; মেজর জেনারেল মইনুল হোসেন চৌধুরী
২। বাংলাদেশঃ রক্তাক্ত অধ্যায় ১৯৭৫-৮১; ব্রিগেডিয়ার সাখাওয়াত হোসেন
৩। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ রক্তাক্ত মধ্য-আগষ্ট ও ষড়যন্ত্রময় নভেম্বর, কর্নেল শাফায়াত জামিল
৪। তিনটি সেনা অভ্যুথান ও কিছু না বলা কথা; লে. কর্নেল এম. এ হামিদ
৫। বাংলাদেশঃ আ লেগেসী অফ ব্লাড; এন্থনী ম্যাসকারেহান্স
৬। বাংলাদেশঃ দ্য আনফিনিসড রেভ্যুলেশান; লরেন্স লিফসূল্যজ
৭। বঙ্গবন্ধু হত্যাঃ ফ্যাক্টস এন্ড ডকুমেন্টস; অধ্যাপক আবু সাইয়িদ

নাজমুল আহসান শেখ, সিডনী ২৫ আগষ্ট ২০১২ victory1971@gmail.com